মাধবীদের ঈশ্বর -১২

২১॥

আনোয়ারা মেয়ের পাশে বসে মাথায় হাত রাখেন। এবার আর হাত সরায় না নদী। খালি মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। শরীর শক্ত করে রেখেছে। আনোয়ারা মেয়ের চেহারা দেখার চেষ্টা করেন। মুখের বাম পাশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। কেমন অচেনা লাগে ।

ক্ষীণ, প্রায় ভাঙ্গা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন,
নদী ! কি হয়েছে মা?
কোন উত্তর নেই।
কিছু বলবি না?
সাড়া নেই।
কিছু না বললে আমি কি করে বুঝব তোর কি হয়েছে....!
আমার খুব কষ্ট হচ্ছে নদী ! কেউ কিছু বলেছে তোকে ?
মেয়ে গুম মেরে আছে।

পল পল মিলে অনন্ত সময় যেন পার হয়ে যায়।
নানা কূচিন্তা প্রবাহিত হতে থাকে মাথার কোষে কোষে। ধ্যর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই।

আমি আজ মাধবীদের বাড়ি গিয়েছিলাম !
কি !
বিস্ময়ে প্রায় আর্তনাদ করেন আনোয়ারা বেগম।
তুমি মিনতি কে চেনো ? আমার সাথে পড়ে।
মিনতি ! এই নাম যেন কার ? মাধবীর ছোট বোন ?
হা। তার বিয়ে ছিল আজ ।
বিয়ে ছিল ! মানে ?
কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলে না। নদী একই রকম মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

আনোয়ারা নিজের বিস্মিত ভাব সামলে নেন। জানেন বেশী কৌতুহল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেই মেয়ে গুটিয়ে যাবে শামুকের মতো। নদীর এই স্বভাবটা খুবই বিরক্তিকর। এখন সর্তক থাকা দরকার। তিনি গলার স্বর যতটা সম্ভব কোমল,নিরাসক্ত করে বলেন,
তারপর ?
মিনতিকে তুমি কখন ও দেখেছো ?
দেখেছি দু' একদিন ।

ওহ !
খুব সুন্দর না?
হা। খুব সুন্দর !
মাধবী নাকি আর ও অনেক বেশী সুন্দর ছিল ?

মেয়ের কথা যে ঠিক কোন দিকে গড়াচ্ছে....! অস্বস্তি বোধ করেন আনোয়ারা।
খুব সাবধানে উত্তর দেন,
হয়তো। আমি তো দু এক দিনের বেশী দেখি নি।
কেন দেখো নি ! তুমি এই গ্রামের বউ না?
কি করে দেখবো ? তারা তো আমাদের এই দিকে বেশী আসে না। তাছাড়া আমরা কি গ্রামে থাকি ?
তখন তো ছিলে !
বিস্ময়ে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থাকেন আনোয়ারা বেগম। এসব কথার কি মানে ! তিনি দিশেহারার মতো বলেন,
তোমার দাদার মৃত্যুতে এসে থেকেছিলাম মাস তিনেকের মতো। এইতো !
কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই।

তোর কি হয়েছে বলবি না?
নদী ! কেউ কিছু বলেছে ?
কিউ কিছু বলেনি। আমি সব জানি !
মানে !
আনোয়ারা বেগম মেয়ের মুখ নিজের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করেন।
নদী ফুঁপিয়ে উঠে। কিছু বলার চেষ্টা করে। কাঁন্নার মাঝে ঢুবে যায় কথাগুলো। কি বলে কিছুই বুঝা যায় না।
আনোয়ারা মেয়েকে জড়িয়ে ধরতে যান। সে তীব্র ঝটকায় ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে।
আমার ঘেন্না লাগে ! বমি আসে, আমি ঘুমাতে পারি না....! ঘুমালেই মনে হয় আমি তার আর্তনাদ শুনতে পাই !

আনোয়ারা দিশেহারার মতো চেয়ে থাকেন। এটুকু বোঝতে পারেন কিছু একটা ভয়ানক ঘটে গেছে তার অজান্তে। এই মেয়ে যেন একেবারেই অচেনা কেউ।
মা তুমি যাও এখন! তোমাদের সবাইকে আমার খুব নোংরা লাগে। যাও তুমি !
বলে, মেয়ে এবার নিজেই মাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁন্নার দমকে তার শরীর কাঁপতে থাকে।
আনোয়ারা শক্ত হাতে মেয়েকে ধরে রাখেন। কিছুই জিজ্ঞেস করেন না।
কতক্ষণ ধরে রাখেন জানেন না। এত ঘৃণা এত কষ্ট কেমন করে, কখন ঢুকে গেছে মেয়ের মাথায় - তিনি তার কিছুই জানতেন না এতকাল ! কেমন করে তা সম্ভব হলো !

আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসে মেয়ের হাল্কা ছোট্ট দেহ। তিনি নদীর মাথা নিজের কোলে রেখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। চোঁখের পাতা বন্ধ । তির তির করে মাঝে মাঝেই কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর।
মেয়ে এক সময় চোঁখ মেলে সরাসরি মা’র মুখের দিকে তাকায়।

মা ! আমার ভয় লাগছে, তুমি যেও না !
আনোয়ারা মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে মাথা নাড়েন।

তার খুবই অদ্ভুত লাগছে সবকিছু। মনে হচ্ছে বাস্তব নয় এসব। মেয়েকে জড়িয়ে বসে থাকেন। চুলে বিলি কাটেন। মাথার ভিতর খালি খালি লাগে। ভয় হয় কিছু জিজ্ঞেস করতে।
মা !
উহু !
অনেক অনেক জোনাকী ওদিক থেকে রোজ রাতে আসে !তুমি কখন ও দেখো না?
কোন দিক থেকে ?
ওই যে , ওই দিক থেকে !
কোন দিকে যে হাত তুলে দেখায় নদী কিছুই পরিস্কার বোঝা যায় না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করতে যাবেন, অমনি মেয়ে বলে
আমি তার কাঁন্না শুনতে পাই মা ! ওরা কেন আমার দিকে এগিয়ে আসে ! আমার এত কষ্ট কেন মা !

আনোয়ারা কোন উত্তর দিতে পারেন না। নিথর বসে থাকেন। হাত পা, শরীর, বোধ- বুদ্ধি সব কেমন অসাড় লাগে। কিছুই যেন নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই।

কি অঝোর বৃষ্টি ছিল সেদিন! শেষ রাত থেকে শুরু হয়েছিল। পৃথিবী কাঁপানো দমকা বাতাসের গর্জন আর গাছ পালার পাল্লা দিয়ে আর্তনাদ ! সে এক অদ্ভুত ভয় ধরানো রাত। মেয়েদের বাবাও কাছে নেই। গ্রামের বাড়িতে মাসে দু' একবার এসে তাদের দেখেশুনে যান। শহরে ব্যবসা রেখে তাঁর পক্ষে পরিবারের সাথে গ্রামে থাকা সম্ভব নয়। শশুড় মারা যান হঠাৎ করেই।

এতকাল মাঝে মাঝে বাঁচ্চাদের নিয়ে শশুর বাড়ি বেড়াতে আসতেন। বছরে দুই তিনবারের বেশী আসা সম্ভব হতো না। বেড়ানো ছাড়া নিজের কোন দায় দায়িত্ব ও ছিল না। শাশুড়ী নেই অনেককাল। শশুড় মারা যাওয়ার পর প্রথম দায়িত্ব এসে পরে প্রধাণত তার উপরই। রফিক আহমেদ বলেছিলেন,
কিছুদিন গ্রামে থেকে কলিমের কাছ থেকে সব বুঝে শুনে নাও। সে বাবার সাথে ছিল সব সময় - কলিমের উপর তাঁর আস্থাও ছিল বেশী। সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি তো আছিই। সময় সুযোগ মত এসে দেখে শুনে যাবো।

তিনি সানন্দেই রাজী হয়েছিলেন।

বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠছিল ঝড় বৃষ্টির তান্ডবে। ছোট মেয়ে দু'টো কে নিয়ে তিনি জোরে জোরে কলমা পড়ছিলেন । আঁচলের তলায় মেয়েদের নিয়ে গুটি সুটি মেরে বসেছিলেন বিছানায়। আল্লার সব নাম ধাম, প্রশংসা, কাকুতি-মিনতি আরবী তে করতে গিয়ে, সব গুলিয়ে ফেলছিলেন। যা মুখে দিয়ে বের হয়েছে ভুল শুদ্ধ তাই পড়েছেন।

ও ঘরে মিয়া সাবের কণ্ঠে আজানের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন কিছু শব্দ, সুর ভেসে আসছিল থেকে থেকে। তাতে ভয় আর ও দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল আনোয়ারা বেগমের। এই আর এক বাতিক মিয়া সাবের। একটু ঝড় বাতাস হলেই তিনি আজান দিতে শুরু করেন।

অনেক দিনের পুরোনো লোক এ বাড়িতে। পাড়ার মক্তবে আরবী পড়ান। বাড়িতে মিলাদ পড়ানো, শীরনি দেওয়া এসব হলে মিয়াসাবের একটা বড় ভূমিকা থাকে। তাছাড়া গ্রামের মসজিদে ইমামতি করেন। বিনিময়ে বেতন এবং থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন গ্রামের সবাই মিলে দিলেও, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটা তাদের এখানেই বরাবর।

আনোয়ারা বেগম নিজে মিয়াসাবের তেমন কোন দোষ-ত্রুটি খুঁজে না পেলেও - মাঝে মাঝেই রোকেয়া নানা কথা বলে টাট্টার ছলে। মিয়া সাবের উপর তার ভক্তি শ্রদ্ধা একেবারেই নেই। মুখে কিছুই আটকায় না রোকেয়াটার। সেও এ বাড়িতে আছে ছোটবেলা থেকেই। বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পর লোকটা আরেক বিয়ে করে কেটে পরেছে। ধরে আনতে চেষ্টা করা হয়ছিল। কিন্তু পরে রোকেয়া নিজেই বেঁকে বসেছিল, এই লোকের মুখ সে আর দেখবে না। আনোয়ারা শহরের বাসায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন বহুবার। যেতে রাজী হয় না।
বললেই বলে,

না চাচী আমি যাইতাম নায় । মনঅ নায়নি, গেল বার যে গেছলাম,রাইত অইলে ঘুম থাকি চিল্লাইয়া উঠতাম ! আমার ডর লাগে ! মনো আরাম পাই না - সবতা খালি অচিন অচিন লাগে !

আনোয়ারা বলেন না যে গেল বার মানে প্রায় সাত বছর আগে। যখনই তাকে যেতে বলা হয় তখন সে গেলো বারের উদাহরণ টানে। কেন যে তার ‘‘ডর’’ লাগে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

তিনি অবশ্য কখনও নিয়ে যাবার জন্য পিড়াপীড়ি করেন না । তাদের অবর্তমানে এদিকটা সে ভালোই সামলায়। মিয়া সাব সহ আর তিন জন বাড়তি লোক থাকে এ সংসারে। আনোয়ারা ভেবে দেখেছেন এদের সবাই তাদের জন্য যে খুব প্রয়োজনীয় তা নয়। তবু তারা আছে। জমিজমা বাড়িঘর বাগান পুকুর যা আছে তা দেখে শুনে রাখাই আপাত দৃষ্টিতে তাদের কাজ। তবে এই কাজ গুলো রোকেয়া আর কলিম ছাড়া কেউ ঠিক মত করে বলে তার মনে হয় না।

গ্রামে অবশ্য রোকেয়ার নামে কিছু কাঁনাঘোষা শুনা যায়। গ্রামে আসার খবর চাউর হলেই পুব পাড়ার সদরুলের দাদী ঠিক লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে এসে হাজির হয় সবার আগে। গ্রামের নানা খবর দেওয়াই তার আগমনের প্রধান হেতু। কাঁনের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে কি বলে তার অর্ধেকই তিনি ধরতে পারেন না। দাঁত কয়টা আছে কে জানে। তবে কথা বললে একটা ও দৃষ্টিগোছর হয় না।

রোকেয়া ও কলিমের নামে তাঁর অনেক অভিযোগ।

হুন নদীর মা ! কলিম হারামজাদারে বাড়িত থাকি হরাও। তোমরার বাড়ির মিয়াসাবরে জিকাইয়া দেখ। তাইন কইছইন, শুক্কুরবারে পর্যন্ত হে মছিদো যায় না !আর তোমরার ও কি বুদ্ধি বুজি না ।

কেন কি হয়েছে ?
কিতা অইছে জানো না ?
নাহ তো।
বিস্ময়ে চোঁখ কপালে তুলে বুড়ি।
রোকিয়া আর কলিমরে এক বাড়িত রাখছ তোমরা কোন বুদ্ধিতে ? কোন দিন পেট বান্দাইব বেটি ! তোবা তোবা ! কইতে ও গিন্না লাগের।
আনোয়ারা আর ধর্য্য ধরে রাখতে পারেন না। বলেন,
যেটা বলতে ঘেন্না লাগে, আসেন তো সেটাই বলতে !
সদরুলের দাদীর দাঁত হীন মুখের চামড়ায় ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠে বিচিত্র এক অনুভুতির মানচিত্র। আনোয়ারার সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।
তিনি কাজ আছে বলে উঠে যান দ্রুত।
বুড়ি দু' দিকে মাথা নাড়ে প্রবল বেগে। মানুষের নিষ্টুরতায় তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে যায়। আশে পাশে তা দেখার কেউ নেই দেখে এক সময় লাঠি হাতে উঠে পরে বুড়ি। তার কি গরজ ! বুঝব নে ঠেলা ! এসেছিল তো সাবধান করতে , বূঝল না !

অন্য দু'এক জন ও অবশ্য আড়ে টারে এ ধরণের কথা বলতে চায়। এ বাড়ির কারো কাছে পাত্তা না পেয়ে খোলা মুখ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলে।
বাড়ির মিয়াসাবও কলিমের নামে সুযোগ পেলেই নালিশ করেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ অবশ্য ভিন্ন। আল্লা খোদার নাম তো নেয়ই না বরং আল্লারে নিয়া মশকরা করে ! বেটার সাহসের নমুনা দেখে মনে মনে গজ গজ করেন মিয়া সাব। গজব নাজিল অইব !প্রায় রাতেই টাউন থেকে সিনেমা দেখে ফেরে। গ্রামের শুনসান রাস্তায় গলা ফাটিয়ে ষাড়ের মতো চেঁচায় ! গান গায়, সদ্য দেখা সিনেমার গান ! রাগে গা জ্বালা করে মিয়া সাবের। কতদিন তিনি তাকে সাবধান করেছেন,

কলিম মিয়া ! অখন একটু আল্লা খোদারে ডরাও ! এত বাড়াবাড়ি তো বালা নায়। একদিন হকলর অই গাতো (কবরে) যাওয়া লাগবো ! দুনিয়া অইল গিয়া দুই দিনর মেমানদারি !

হারামজাদা শয়তানের ও বাড়া !
তাঁর কথাটা শুনে এমন বিদঘুটে অট্টহাসি দেয় যে, দুর্বল চিত্তের যে কোন মানুষ হলে তার পিলে চমকে যাবে। তিনি দ্রুত সামনে থেকে সরে যাবার চেষ্টা করেন। কি থেকে কি বলে বসবে। যত্তসব কমজাত ! ঠোঁটে তো কোন আগল নেই !

মিয়াসাব ! আপনে আমার লাগি বেস্তঅ একটু জেগা রাখতা নায়নি ? আপনার এত খেদমত করি আমি !

কিতা অইল মিয়া ছাব ! যাইন কই? অ বুঝচি ! জেগা দিতা নায় ! একলাই হকলতা খাইতা চাইন !

মিয়াসাব কথা শুনে পিছন ফিরে আর তাকান না।
মনে মনে বলেন,
কমজাতর লগে মাতাই ঠিক নায় !

মিয়াসাবের মনে অন্য জ্বালা খুড়ে খুড়ে খায়। কাউকে কিছু বলেন না। নিজেই গজ গজ করেন। রোকেয়া বেটি একটা আস্ত ছেনাল ! তিনি আড়ে টাড়ে কত বুঝান - কিছুতেই বুঝ মানে না। মনে শান্তনা পান এই ভেবে,আল্লাপাক মেয়েলোকদের পয়দাই করেছেন বাঁকা করে। এদেরকে সোজা করে কার সাধ্যি ! তিনি সবুর করে আছেন, সবুরে মেওয়া ফলে ! দেশের বাড়ীতে তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে। তাতে কি। রোকেয়া নিজেও তো জোটা ! কলিমের লগে বেটীর লটর পটর সবই তাঁর চোঁখে পরে। কোথায় তিনি, আর কোথায় আকাট গোয়ার কলিম !
একদলা থু থু ফেলেন মিয়াসাব । কথাটা মনে এলেই মুখের ভিতরটা তিতা হয়ে উঠে !

রাত-বিরাতে কলিমের ষাড়ের মতো চেছানি শুনার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে রোকেয়া। যতক্ষন কলিম না ফেরে তৎক্ষণ সে ঘর-বার করে ! তিনি কি আর বুঝেন না কিছু !
বদমাইস বেটার লগে তলে তলে এতো পিরীত ! মেয়েলোকর খাইছলতই খারাপ !ভালো মানুষে মন উঠে না !

মনের এই তিক্ততা সত্ত্বেও রোকেয়ার কথা মুখ ফুটে তিনি কাউকে কিছু বলেন না। আনোয়ারা বেগমের কাছে মনের খেদ ঝাড়েন কলিমের উপর বিশোদগার করে।

নানা ভাবনার স্রোতে ভেসে যান আনোয়ারা । সব কিছুই এলোমেলো খাপছারা গোছের।

তাকিয়ে দেখেন নদী নিঃস্বারে ঘুমাচ্ছে। অপলক চেয়ে থাকেন। এইটুকু মেয়ে। তার এ কি কষ্ট ! এ সব কি বলছে সে ! কে তাকে শিখিয়েছে এসব কথা !বলা যায় না গ্রামের কোন মেয়ের কাছে কিছু শুনে থাকতে পারে। গ্রামের মেয়েগুলো একেকটা ইচড়ে পাকা । নাকি মিনতি বলেছে কিছু ! কে জানে !

কিছু দিন ধরেই মেয়ে কেমন হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। এই তো ক'দিন আগে স্কুল থেকে ফিরে ভাত খেতে বসে বলে,
মা আমি যদি হারিয়ে যাই তোমার কেমন লাগবে ?
যেন খুবই স্বাভাবিক কথা , গলার স্বর এমনি ।
কি বলিস এসব !
কিছু না।

তারপর আর কোন কথাই মুখ থেকে বের করতে পারেননি তিনি। বেশী জোরাজুরি করাতে খাবার ফেলেই উঠে চলে গিয়েছিল। তখনও তিনি ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামান নি। ভেবেছিলেন এই বয়সে এসব মাথামুন্ডুহীন কথা বলাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখন মনে হচ্ছে সে ভাবনা ভুল ছিল।

হঠাৎ কুনুইতে ধাক্কা খেয়ে তাকিয়ে দেখেন নদী উঠে বসেছে বিছানায়।
কি হলো !
কিছু না।
জাগলে কেন ? আমি পাশে আছি। ঘুমাও।
ঘুম ভেঙ্গে গেছে।
চেষ্টা করো আবার।
মা !
কি?
ওই লোকটার সারা মুখে কি ভয়ংকর দাগ !
দাগ ! কোন লোকটার ?
মিনতির সাথে যে লোকটার বিয়ে হলো আজ !
কিসের দাগ ?
বসন্তের ।
আনোয়ারা খুব কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন,
ওহ ! তারা তো দেখেশুনেই বিয়ে দিয়েছে । মিনতি রাজী না হলে কি আর দিত ?
কথাগুলো বলে ফেলে নিজের কানেই খুব অদ্ভুত আর বেসুরো লাগে তার।

মিনতি রাজী হয়েছে !
মেয়ের কথা শুনে আনোয়ারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

চলবে......